দ্রোনাচার্য্য বলে তুঞি হইস নিচ জাতি
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।
অনেক বিনয় বলে বিসাদ নন্দন
তথাপি তাহারে না করাইল অধ্যায়ন।
দ্রোনাচার্য্য মুখে তবে নিষ্ঠুর শুনিল
দণ্ডবত করিয়ে অরন্যে প্রবেশিল।
নিশাদের বেস তেজি হৈলা ব্রহ্মচারী
জটা বল্ক পরিধান ফল মুলাহারী।
মৃত্তিকার দ্রোন এক করিয়ে রচন
নানা পুষ্প দিয়ে তার করয়ে পুজন।
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুশর
সর্ব্বসস্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর।
তবে কত দিনে তরে কৌরব নন্দন
সেই বনে গেলা সবে মৃগয়া কারন।

কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্ববরে
সঙ্গেতে চলিল শতং পরিবারে।
মৃগয়া ছিলেতে শুনি লইয়ে সং-হতি
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি।
মৃগয়া করনে যত রাজার কোঙর
হেন কালেতে এক পাণ্ডব অনুচর।
সঙ্গেতে করিয়ে শ্বান জায় পাছেং
উত্তরিলা যথায় নিশাদ পুত্র আছে।
মৃত্তিকা পুথলি আগে করি জোড়কর
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুশর।
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়ে ব্রহ্মচারী
চারিভিতে বলে তাহা প্রদক্ষিন করি।
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিল ধ্যান
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মাইল সপ্তবান।

না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা
অলক্ষিতে কুক্কুরের বিন্ধিলেক রা ।
নিঃশব্দ হইল শ্বান মুখে সপ্তশর
কতক্ষণে গেল সব কুমার গোচর ।
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়ে
জিজ্ঞাসিলে অনুচরে বিস্ময় হইয়ে ।
এহেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি
বহুবিদ্যা পাইনু হেন বিদ্যা নাহি জানি ।
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণে
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন জনে ।
অনুচর লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী
দেখিল বসিয়া আছে ধনুশর ধরি ।
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন মহাজন
কার স্থানে অস্ত্র বিদ্যা কৈল অধ্যয়ন ।

ব্রহ্মচারী বলে মোর একলব্য নাম
অস্ত্র শিক্ষা করি আমি দ্রোণ গুরু ধাম।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যতেক কুমার
অর্জুন শুনিয়া চিন্তা হইল অপার।
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ
দ্রোণ স্থানে গিয়া কৈল সব নিবেদন।
কর জোড়ে পার্থ কহে বিরস বদনে
আমারে নিগ্রহ যত জানিল এখনে।
পূর্ব্বে মোরে কোল দিয়া কৈল অঙ্গিকার
তোর সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার।
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে
এখনে কপট প্রভু করিলে আমারে
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে
হেন বিদ্যা শিক্ষাইলে নিসাদ কুমারে।

অর্জুনের বোলে দ্রোন হইল বিস্ময়
ক্ষনেকে নিঃশব্দ হৈয়া চিন্তিল হৃদয়।
অর্জুনে বলিল সেই আছে কোন স্থানে
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে।
দ্রোন দিনঃক্কুয়ে তথা করিল গমন
দ্রোন দেখি আস্তে ব্যস্তে নিশাদ নন্দন।
দূরে থাকি ভূমে লুটি দণ্ডবত কৈল
করজোড় করিয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল।
মধুর কমল বলে মধুর বচন
আজ্ঞা কর গুরু গোঁসাঞী কোন প্রয়োজন
দ্রোন বলে শিষ্য যদি হইস আমার
গুরু দক্ষিনা দেহ নিশাদ কুমার।
এক [illegible] বলে প্রভু আমা ভাগ্য বসে
কৃপা করি আপনি আইল এই দেশে।

এ দিব্য সে দিব্য কর নাহিক বিচার
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরুর অধিকার।
যে কিছু মাগিবে প্রভু সকল তোমার
আজ্ঞা কর গোঁসাঞী করিনু অঙ্গিকার
দ্রোণ বলে মোরে যদি সন্তোষ করিবে
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটী দিবে।
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি [illegible] দিল
গুরুর বচন শুনি বিলম্ব না কৈল।
সন্তোষ হইল দ্রোণবীর [illegible]
অর্জুন জানিল গুরু আমারে সদয়।
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুই জনে
প্রসংশা করিয়া দেশে [illegible]
তবে কত দিনে দ্রোণ বিদ্যা [illegible]
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষ রাখিল বৃক্ষেতে।

ঐক্যে২ ডাকিল সকল শিষ্যগন
আগে২ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন ।
ধনুশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে
ভাশ দেখাইয়ে দিল বৃক্ষের ওপরে ।
আমা সুধ্যে যেইজনে হইবে বাহির
নিঃশব্দ করিতে কাটি পার পক্ষশির ।
এত শুনি শর যুড়ি পাণ্ডু নরপতি
অনেকে ডাকিয়া বলে দ্রোণ মহামতি ।
ডাকিয়া বলিল এই কুন্তির কুমার
কোন২ জনে তুমি পাও দেখিবার ।
ভীম্ম বলে ভাশ দখি বৃক্ষের উপরে
ভুমিতলে দেখি যত আছে সহোদরে
এত শুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া
[illegible] বলি ধনু লইল কাড়িয়া ।

দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর
একে২ সভারে দিলেন ধনুশর ।
যেই কথা কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন
সেই মত কহিল সকল ভ্রাতৃগন ।
সভাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণবীর
ধনু লৈয়া সেকাথারে করিল বাহির ।
ধনুশর দিল গুরু অর্জুনের হাতে
ভাশ দেখাইয়া দিল বৃক্ষের অগ্রেতে ।
নির্গত হইবে যদি মোর মুখে বানী
নিঃশব্দ করিতে পার পক্ষিণীর হানি ।
গুরু বাক্য পার্থবীর টানে ধনুর্গুন
পক্ষ এক দৃষ্টি করি রহিল অর্জ্জুন ।
কতক্ষন থাকি দ্রোন বলিল বচনে
কোন২ জন তুমি দেখহ নয়নে ।

অর্জুন বলিল আমি অন্য নাহি দেখি
বৃক্ষ মধ্যে সভে দেখিবারে পাই পাক্ষি ।
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোন পুন বলেন বচন
কি কথ ভাশের অঙ্গ কহ মোর স্থান ।
অর্জুন বলিল আর ভাশ নাহি দেখি
কেবল দেখিয়ে মুণ্ড সহ দুই আক্ষি ।
দ্রোন বলে মোর অস্ত্রে কাট পক্ষশির
নিস্কুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর ।
দ্রোনাচার্য্য দেখি হইল হরষিত মন
আলিঙ্গিয়া পুনঃ২ করিল চুম্বন ।
পুনং শিখায় দ্রোনাচার্য্য অর্জুনে বিস্তর
দেখি তয়ং আর হইল সকল কোঙর ।
তবে এক দিন দ্রোন গেলা গঙ্গা স্নানে
সঙ্গেতে করিয়া নিল সব শিষ্যগনে ।

জলে স্নান করে গুরু শিষ্যগন তটে
আচম্বিতে ধরিল গুহা দমন নিকটে।
মুক্ত হইবার শক্তি ধরয়ে আপনে
ডাক দিয়া বলিল সকল শিষ্যগানে।
কুম্ভির ধরিয়া মোরে লইয়া যায় জলে
এই ডুবাইল মোরে রাখহ পারলে।
দ্রোনের বচনে সভে হইল চমৎকার
অস্তে ব্যাস্তে লইয়া যায় অস্ত্র যে যাহার
দ্রোনের মুখেতে তবে নাহি সরে বানী
অলক্ষিতে পঞ্চবান মারিল ফাল্গুনি।
খণ্ড২ করিল কুম্ভির কলেবর
মরিল কুম্ভির ভাসে জলের উপর।
জল হইতে উঠি দ্রোন ধরিল অর্জুনে
আলিঙ্গন দিয়া শির করিল চুম্বনে।

তুষ্ট হইয়া অস্ত্র দিল নাম ব্রহ্মশির
অস্ত্র দিয়া বলে তবে দ্রোণ মহাবীর।
এই অস্ত্র প্রহারিবে দেবতা রাক্ষসে
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবে মানুষে।
গুরুর দেখিয়ে এত অর্জুনে সম্মান
ক্রোধে দুর্য্যোধন চিত্ত মরণ সমান।
হেন মতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে
ক্রমে২ নানা বিদ্যা হৈল অধ্যয়নে।
যুধিষ্ঠির হৈলা দৃঢ় রথ আরহনে
গদায় কুশল হৈলা ভীম দুর্য্যোধনে।
তুরঙ্গে নকুল হৈলে সহদেব কুন্ত
হেন মতে হৈলে সব এক বিদ্যাবন্ত।
ইন্দ্রের নন্দন ইন্দ্র অনুজ সমান
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইলে বাখান।

রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাষ
ধনু খড়্গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাশ কহে শুনে পুন্যবান।

সর্ব্বশিষ্যগন যবে হইল প্রখর
দ্রোনাচার্য্য গেলা যথা অন্ধ নৃপবর।
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রিগনে
সভা মধ্যে কহে ভরদ্বাজের নন্দনে।
বিদ্যায় পারগ হৈলে সকল কুমার
সাক্ষাতে পরিক্ষা কর বিদ্যা সভাকার
এত শুনি ধৃতরাষ্ট আনন্দিত মন
বিদুরে ডাকিয়ে আজ্ঞা হৈল ততক্ষন।

রঙ্গভূমি সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি
এই কথা আচার্য্য কহেন মহামতি।
রাজআজ্ঞা পাইয়ে বিদুর ততক্ষণে
আদেশ করিল যত অনুচরগণে।
একখান প্রসস্তক্ষেত্র চৌদিগে পোসর
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর।
চতুর্দ্দিগে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ
নানা রত্নে গৃহ সব করিল মণ্ডন।
রাজাগণ বসিবারে তাহার উপর
বিচিত্র পালঙ্গ শয্যা থুইল বিস্তর।
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন্নস্থল
জলহেতু মঞ্চ করিল বহুতর।
হেনমতে রঙ্গভূমি করিয়ে নির্ম্মাণ
বিদুর জানাইল গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র স্থান।

শুভদিন করিয়ে চলিল সর্ব্বজন
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন।
বাহ্লিক চলিলা সহ পুত্র সোমদত্ত
আর যত রাজাগন আইলে শত২।
গান্ধারী সুবল সুতা কুন্তিআদি করি
তাহার সহিত যত অন্তপুর নারী।
রথ গজ অশ্বপিঠে মঞ্চের উপরে
লক্ষপুর করিয়ে রহিলে দেখিবারে।
নানা বাদ্যবাজে শব্দে কর্ণে লাগে তালি
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর সকলি।
হেনকালে আইলা আচার্য্য মহাশয়
তারা মধ্যে হৈল যেন চন্দ্রের উদয়।
শুক্লবাস শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প মালে
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে।

পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইলে সভামাঝে
আজ্ঞা কৈল আসিবারে পাণ্ডুর অঙ্গজে
সভা মধ্যে প্রবেশ হইলে যুধিষ্ঠির
বিকচ পঙ্কজ মুখ নির্ম্মল শরীর ।
টঙ্কারীয়েধনু গুন সন্দি দিব্য শর
মহা শব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ।
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করিল সৃজন
বায়ব্য অনলাদি বহু অস্ত্রগন ।
ধন্য২ করি সভে করিল বাখান
সভে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ।
তবে যুধিষ্ঠিরে রহাইয়ে গুরু দ্রোন
আজ্ঞা কৈল আসিবারে ভীম দুর্য্যোধন ।

গদা হাতে করিয়ে আইলে দুই বীর
মল্লবেশ রঙ্গমাটি ভূষিত শরীর ।
মাথায় মুকুট পরিধান বীর ধড়া
দুইভীতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চুড়া ।
গদা হাতে করি দোহে করিয়ে মণ্ডলি
দোঁহার হুঙ্কার শব্দ কর্ণে লাগে তালি
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে ঘড়াঘড়ি
চরণেং মুণ্ডেং তাড়াতাড়ি ।
দোঁহার দেখিয়ে কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর
অন্যঅন্যে বোলাবুলি সভার ভিতর ।
কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর
কেহ বলে ভীম হৈতে শ্রেষ্ঠ কুরুবর ।
হেন মতে দুই পক্ষ হইল সভায়
শুনিল প্রলয় শব্দ কথায়ং ।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ মাতা
তিন জনে বিদুরে কহেন সব কথা।
লোকের বুঝিয়ে শব্দ আচার্য্য জানিল
ভীম দুর্য্যোধনে রহাইতে আজ্ঞা দিল।
মধ্যে গিয়ে দাঁড়াইল গুরুর নন্দন
নিবৃত্তি করিলা দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন।
তবে আজ্ঞা হৈল গুরু অর্জুনে আসিতে।
আইলে অর্জুনে বীর ধনুশর হাতে।
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরন
পূর্ণ শশধর মুখ রাজীব লোচন।
দেখিয়ে মোহিত হৈলা যত সভাজন
কেহ বলে আইল এই কুন্তির নন্দন।
কেহ বলে পাণ্ডু পুত্র পাণ্ডব মধ্যম
কেহ বলে কুরু শ্রেষ্ঠ রিপুগণ যম।

ধর্ম্মাধর্ম্ম শীল সাধু সর্ব্ব লোকে বলে
ইহা সম বীর্য্যবান নাহি ত্রয়গুণে ।
এই মত বোলাবুলি সভাতেং
ধন্যং বলি শব্দ হৈল অচম্বিতে ।
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে জিজ্ঞাশিল
কি হেতু এমত শব্দ সভা মধ্যে হৈল ।
বিদুর বলেন রাজা আইলা অর্জুন
লোকেতে বোলাবুলি প্রসংশে তার গুণা
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রসংসিলাত বিস্তর
কুরুবংশে ভাগ্য মোর এমত কুমার ।
ধন্য কুন্তি এমত পুত্র গর্ব্বে জন্মাইল
যাহার মহিমা যশ সভাতে পুরিল ।
কুন্তিদেবী শুনি আনন্দিত হৈল্য মন
স্তনযুগে শ্রবে দুগ্ধ সজল নয়ন ।

তবে পার্থ মহাবীর সভা মধ্যে গিয়ে
সভাতে পুরিল শব্দ ধনু টঙ্কারিয়ে।
মারিলে অনল অস্ত্র হইল অনল
অগ্নি পরশিল গিয়া গগন মণ্ডল।
দেখিয়ে সকল লোক হৈল মহাভয়
চতুর্দ্দিগে দেখি সব হৈল অগ্নিময়।
যুড়িয়া বরুন বান কুন্তির নন্দন
নিবৃত্তিল অগ্নি বৃষ্টি বরিষে গগন।
বায়ু অস্ত্রে নিবারিল জল বরিষন
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু কৈল নিবারন।
সান্ধিয়ে পর্ব্বত অস্ত্রে কৈল গিরিবর
পর্ব্বত করিল চুর্ন মারি বজ্রশর।
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মান করিল ভূমণ্ডল
সিন্ধু অস্ত্রে পুর্ন কৈল জলেতে সকল।

অন্তর্দ্ধান অস্ত্র করি বীর হৈলা লুকি
কোথায় আছয়ে পার্থ কেহ নাহি দেখি
কভু রথে যায় বীর কভু ভূমি পরে
বাদিয়ার বাজি যেন নানা বিদ্যা করে।
হেন মতে বহু বিদ্যা কৈল ধনঞ্জয়
ধন্য২ বলি শব্দ হৈল সভায়য়।
নিবৃত্তিয়া সব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন
বাহুস্ফোট কৈল যেন বজ্রের নিস্বন।
সেই শব্দে সভার কর্ণেতে লাগে তালি
গুরু আগে দাঁড়াইল করি কৃতাঞ্জুলি।
মহাভারতের কথা অমৃতার্ন্নবে
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান
রণভূমি মধ্যে কর্ণ করিল পয়ান ।
সাত কোষ্ঠ স্বর্ণ যিনি অঙ্গের বরণ
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ নয়ন ।
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দীপ্ত দিনকর
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর ।
দুইদিগে দুই তুন বান্ধে বীরে ধনু
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু ।
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে
বালকের ক্রীড়া প্রায় লাগে লোক মনে ।
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবে না জানি নির্ণয়
আচম্বিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয় ।

দেখিবারতরে লোক করে হুড়াহুড়ি
ঠেলাঠেলি একের ওপরে আর পড়ি।
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন
অর্জ্জুনে চাহিয়ে বলে করিয়ে গর্জ্জন।
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর।
মোর বিদ্যা দেখি তুমি হইবে বিস্ময়
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়।
এত শুনি সর্ব্বলোক বিস্ময় বদন
দুর্য্যোধন শুনি হৈলে আনন্দিত মন।
বিরস বদন হৈলে বীর ধনঞ্জয়
এত শুনি আজ্ঞা দিল দ্রোণ মহাশয়।
কোন বিদ্যা জানিস সভার আগে কহ
শুনি কর্ণ মহাবীর হই[illegible]।

করিল বিবিধ অস্ত্র লোকে অগোচর
যত কিছু করেছিল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দেখিয়া যতেক লোক বিস্ময় জন্মিল
দুর্য্যোধন দেখি চিত্তে মহাহৃষ্ট হৈল।
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন।
ধন্য২ বীর তুমি ছিলা কোন দেশে
এথাকারে আইলা তুমি মোর ভাগ্যবসে।
ক্ষিতি মধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার
আজি হৈতে দিল আমি সকল তোমার।
কর্ণ বলে সত্য আমি কৈল অঙ্গিকার
আজি হৈতে দাস আমি হৈলাম তোমার।
কেবল আছয়ে মোর এক নিবেদন
অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবারে রণ।

এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পয়ে শরীর।
অর্জুনে বলিল তোরে কে ডাকিল এথা
কেবা বলে তোমারে সভাতে কহ কথা॥
অনাহুত করি দ্বন্দ্ব আসিস সভায়
ইহার উচিত ফল পাবি মোর ঠাঁয়।
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচনে
আপনি যাইসে যেই বিনা আহ্বানে।
ঘোর নরকেতে গতি পাপির হেন জনে
সেই গতি মোর ঠাঞি পাইবে এখনে।
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর
সভাতে সকল লোক যিনি অস্ত্রবীর।
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা
হীনবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা।

হীনবোক প্রায় কেন দুঃখ গালাগালি
অস্ত্রেং দ্বন্দ কর তবে জানি বলী ।
মোর সঙ্গে রনে জিন তবে জানি বীর
দ্রোনি গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির ।
এতেক শুনিয়া দ্রোনের কম্পয়ে নয়ন
আজ্ঞা দিল অর্জুনের কর গিয়া রন ।
এত শুনি সুসজ্জ হইল বীনঞ্জয়
ধনুর্গুন টং কারিয়া করে আস্ফালয় ।
সাপক্ষ হইল পিছে চারি সহোদর
কৃপাচার্য্য দ্রোনাচার্য্য গঙ্গার কুমার ।
আগু হইল কর্নবীর হাতে ধনুশর
সাপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর ।
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষং
কেহ পাণ্ডবের প্রতি কেহ কুরু পক্ষ ।

পুত্রস্নেহে গগনে আইল পুরন্দর
অর্জুনে করিল ছায়া যত জলধর।
কর্ণভিতে যত তাপ বাড়িল তপন
সুসজ্জ হইল সভে করিবারে রন।
সকুন্তল বীর কর্ণ দেখি বিদ্যমানে
কুন্তিদেবী জানিলেন আপন নন্দনে।
স্বপুত্রের বিবাদ দেখিয়া কুন্তিদেবী
ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি।
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া
সবর্ব লোক শুনে কহে কুন্তিরে চাহিয়া।
এই পার্থবীর হয় পৃথার নন্দন
কুরু মহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন।
তোমার সহিত আজি করিবে সমর
তুমি কহ কোন বংশ কাহার কুমার।

জাতি হৈলে দোঁহাকারে করাইব রণ
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন।
রাজপুত্র ইত্যাদি লোকেতে যুদ্ধ নহে
নাহি অভিমান সমজয় পরাজয়ে।
কৃপের এতেক কর্ণ শুনিয়া বচন
হেট মুণ্ড কৈল বীর বিরস বদন।
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল
বৃষ্টি হৈলে ছন্ন যেন কমলের দল।
কৃপেরে চাহিয়ে বলে রাজা দুর্য্যোধন
ত্রিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন।
সহজে বংশজ আর লোকে যারে পুজে
সভা হৈতে যেই জন সুরবন্ত তেজে।
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেক রণ
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন।

অঙ্গ দেশে কর্ণে আজি কৈল দণ্ডধর
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর।
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে
বসাইল কর্ণ বীরে কনক আসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র রতনে মণ্ডিত
রাজাগনে চামর চুলায় চারি ভীত।
কনক অঙ্গুলি সব ফেলিল নিছিয়া
ভীষ্ম দ্রোন কৃপচাহে বিস্ময় হইয়া।
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন
দুর্য্যোধনে চাহি বলে হৈয়া হৃষ্ট মন।
অঙ্গ দেশে তুমি মোরে দিলা অধিকার
আজ্ঞা কর প্রিয় কিবা করিব তোমার।
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন
তোমার সহিতে সখা হইবারে মন।

অচল পিরিতি ইচ্ছা তোমার সহিত
এই মোর বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি মিত।
কর্ন বলে সখা মোর সুদৃঢ় বচন
পরম প্রীরিতি দোঁহে কৈল আলিঙ্গন।
হেন কালে অধিরথ যাজিতে সারথী
লোক মুখে শুনি পুত্র হৈল নরপতি।
বয়েসে অত্যন্ত সেই চলে জষ্ঠি ভরে
খড়িতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে।
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ
সভা মধ্যে প্রবেশ হইল অধিরথ।
অধিরথ দেখি কর্ন অস্তে ব্যস্তে ওঠি
প্রনাম করিল শির ভূমি তলে লুটি।
কর্ন পূজিল অধিরথের চরন
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব সভা জন।

পাণ্ডব জানিল কর্ন সুতের নন্দন
এতক্ষন নাহি জানি এত বিবরন।
অর্জুন সহিত রন তুমি যোগ্য যন্ত
এখানে সে জানিলাম তর আদি অন্ত।
সভাতে সম্ভ্রম কার্য্য কর জাতি যত
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি চালাগিয়া রথ।
আরে নরাধম তোর কে মত যোগ্যতা
অঙ্গদেশে রাজা হও অদ্ভুত কথা।
যজ্ঞের নিকটে যদি শুনি কভুযায়
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায়।
ভীম মুখে শুনি কর্ন কাঁপয়ে অধীর
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ন চাহে দিন কর।
এত শুনি মহাক্রোধ হৈল দুর্য্যোধন
আগু হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন।

আগ্নি মৈত্র কৈনু কর্নে সভার ভিতর
এ কথা কহিতে যোগ্য তোরে বৃকোদর ।
জ্যেষ্ঠ বলি ক্ষত্রি মধ্যে বলিষ্ঠ যে জন
সুর বন্ত নদীর অন্ত পায় কোন জন ।
জল হৈতে শীতল নাহিক ত্রিভুবনে
তাহাতে জন্মিল অগ্নি দহে ত্রিভুবনে ।
দধিচির হাড়েতে বজ্র হৈল জন্ম
দ্বিতীয় দনুজ দলে করে সুরকর্ম্ম ।
কার্ত্তিকের জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ সে আগুনে ।
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সভাকার ।

বিপ্র হৈতে ক্ষত্রি জন্ম সর্ব্বকাল জানি
ক্ষত্রি হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি।
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ সর বলে
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র কেবা নাহি জানে।
তোমা সভার জনম জানিয়ে ভাল মতে
তুমি নিন্দা কর মৈত্রে আমার অগ্রেতে।
কর্ণেরে কেমত বলি লয় তোর মনে
ক্ষিতি মধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে।
সুগিগুল কবচ যাহার কলেবর
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর।
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে
ব্যাঘ্র কভু জন্ম হয় মৃগীর উদরে।
সকল পৃথিবী সোভে কর্ণে অধিকার
কর্ণ রাজা হৈতে অঙ্গদেশ কোন ছার।

ধর্ম্ম বাহু বির্য্যে সভে করিবেক পূজা
আম্মা সহ অনুগত হবে সর্ব্ব রাজা।
এতেক কহিল সভা মধ্যে দুর্য্যোধন
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন।
কেহ বলে ভেদাভেদ হইল ভ্রাতৃগন
কেহ বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারন।
কেহ বলে কুরুকুল আজি হৈল অস্ত
কেহ বলে ক্ষত্রিকুল মজিল সমস্ত।
অস্ত গেল দিনকর রজনি প্রবেশ
রাজাগন চলি গেল যার যেই দেশ।
কর্ন হস্তে ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন
যোগান চলিল ভাই একশত জন।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলিল নিজ স্থান
পরিবার সহ গৃহে গেল বিজ্ঞবান।

হরসিত কুন্তিদেবী জানিয়া কারন
অঙ্গদেশে রাজা হৈল তাঁহার নন্দন।
দুর্য্যোধন হরসিত হইল নির্ভয়
অনুবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয়।
তেজিল অর্জুন ভয় কর্ন্নেরে পাইয়া
যুধিষ্ঠির ভয় হৈল কর্ন্নেরে দেক্ষিয়া।
কর্ন সম বীর নাহি আর যে সংসারে
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের শরীরে।
আদি পর্ব্ব ভারত ব্যাসে বিরচিত
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গিত।

কত দিনে দ্রোন সব শিষ্যগন স্থানে
দক্ষিনা আমারে দেহ বলে সর্ব্ব জনে।

দ্রোণাচার্য্য বলে শুন ধর্ম্ম দুর্য্যোধন
রত্নআদি ধনে মোর নাহি প্রয়োজন ।
পঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ নৃপবরে
রন মধ্যে ধরিয়া আনিয়া দেহ মোরে ।
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তির নন্দন
পূর্ব্বে সত্য করিল না করিতে অধ্যায়ন ।
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন
আমার দক্ষিনা এই শুন শিষ্যগন ।
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন
সৈন্যগন সাজিতে বলিল ততক্ষন ।
রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল
সাজ২ বলি ধ্বনি হইল তম্বুল ।
সৈন্যগন সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয় হৃদয় ।

জোড়হাতে যুধিষ্ঠিরে কৈল নিবেদন
তুম্হি তথাকারে যাবা কিসের কারন ।
আম্মা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধিন
মোর অন্তে পাঠাইহ কোন২ জন ।
এতেক বলিয়া পার্থ হইল সত্তর
ক্ষনেক প্রবেশ কৈল পঞ্চাল নগর ।
দ্রুপদ পাইল অর্জুনের সমাচার
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার ।
চিন্তিত দ্রুপদ চিত্ত না জানি কারন
অর্জুন আইল হেথা কোন প্রয়োজন ।
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জুন গোচর
মন্ত্রী বলে অর্জুনে করিয়া জোড়কর ।
কহ কুরুবর আইলা কোন প্রয়োজন
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধিন।

রাজার মন্দিরে চল লহ রাজ পুজা
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা।
অর্জ্জুন বলিল সব পাইল বেহার
রাজারে জানাহ এই সংবাদ আমার।
অতীথের যত পুজা সব পাইল আমি
কেবল আমারে আজি যুদ্ধ দেহ তুমি।
স্বসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামে স্থলে
নহিলে অরিষ্ট বড় হইবে পশ্চাতে।
কহিলেক মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর।
ক্ষত্রি হইয়া হেন বাক্য সহে কার প্রানে
চতুরঙ্গ দলে বাহির আইল ততক্ষনে।
অশ্ব গজ রথ পদাতি না যায় গনন
স্বসৈন্যে বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দন।

থাকিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয়
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয়॥
অস্ত্র বরিষণ দেখি উঠিল অর্জুন
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিল ধনুর্গুণ॥
দ্রোণের চরণ সেবি এড়ে দিব্য শর
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর॥
আষাঢ় শ্রাবনে যেন নবজলধর
ঝিঙ্কি ধারা পড়ে যেন সৈন্যের উপর॥
রথ কাটাগেল যদি পলায় সারথি
দশন কাটিল পলাইয়ে যায় হাতি॥
পলায় তুরঙ্গ কাটাগেল আসোয়ার
পদাতি পলায় হাত কাটাগেল যার॥
পলাইল যত জন পাইল সে প্রাণ
আর যত সেনা রণে পাইল সমাধান॥

হত সৈন্য হইল পলায় নরপতি
পাছু থাকি ডাকি বলে পার্থ মহামতি।
নির্ভয় হইয়ে রাজা বাহুড় দ্রুপদ
আমার সদনে তোর নাহিক আপদ।
প্রাণ ভয় পাইয়ে যেই ভঙ্গ দেয় রনে
নিশ্চয় লইব ধরি না যায় যগুনে।
বাহুড়িলা নরপতি অর্জুন বচনে
হইল দারুন যুদ্ধ দ্রুপদ অর্জুনে।
মন্ত্র পড়ি দিব্য অস্ত্র এড়িলা অর্জুন
ততক্ষনে কাটিলা সহিত ধনুর্গুন।
ধনু কাটাগেল রাজা দ্রুপদ চিন্তিতে
রথে চড়ি রাজার ধরিল দুই হাতে।
নিজ রথে চড়াইয়ে করিল গমন
হেন কালে পার্থ ভেট রাজা দুর্যোধন।

চতুরঙ্গ দলে আইসে কৌরব ঈশ্বর
দ্রুপদ দেখিল পার্থ রথের উপর ।
দুর্যোধন বলে পার্থ নহিলে শোভন
গুরু আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন ॥
এত বলি আপনে উঠিল দুর্যোধন
হস্তপদ দ্রুপদের করিলে বন্ধন ।
ভূমে টালাইয়ে নৈল করে কেশ ধরি
সেইমতে উত্তরিলা দ্রোণ বরাবরি ।
ফেলাইলে দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে
দ্রুপদ দেখিয়ে দ্রোণ বলিলে বচনে ।
হেরে দ্রুপদ তোর সৈন্য গেল কোথা
কোথা তোর পুত্রগণ নবদণ্ড ছাতা ।
পুনরপি হাসিয়া বলিলে গুরু দ্রোণ
স্থির হও ভয় নাই আমার সদন ।

জাতিতে ব্রাহ্মন আমি স্কনে মাত্র ক্রোধি
বিশেষ বালক সখা চিত্তে ওপরোধি।
পুর্ব্বের বচন সখা হয় স্মরন
সেবকে বলিলা দিতে একটি ভোজন।
এখনেতে সমান হইল দুইজন
এবে সখা বলিবে কি আমারে রাজন।
পুর্ব্বে বাল্যকালে তুমি কৈলে অঙ্গিকার
আমি রাজা হৈলে তোমা অর্দ্ধ অধিকার।
পালিতে নারিলে তুমি আপন বচন
এবে সব রাজ্য হইল আমার শাসন।
তুমি না পালিলে আমি চাহি পালিবারে
পঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে।
গঙ্গার দক্ষিন তীরে কর অধিকার
উত্তর তটের রাজা সকলি আমার।

অদ্ধ অদ্ধ রাজ্য দোঁহে হইলা সমান
পুনঃ সখা হৈতে ইচ্ছা কর যদি দান।
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর
পরম মহত্ত্ব তুমি জগত ভিতর।
যে আজ্ঞা করিলে হৈল স্বীকার আমার
অনুগ্রহি সখা আমি হইলাম তোমার।
বাক্য শুনি ঘুচাইল দ্রুপদ বন্ধন
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন।
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষমা নাহি মনে
দেশে নাহি গেল রাজা অতি অভিমানে
কামান্ধ নগরে বৈসে ভাগিরথী তীরে
তথায় রহিলে দুঃখ ভাবিয়ে অন্তরে।
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়
কুরু বল আদি শিষ্য যাহার সহায়।

বলেতে নহিব শক্তি দ্রোণের সংহতি ।
এই মনে চিন্তা সদা দ্রুপদ নৃপতি ।
ধৃতরাষ্ট পুত্র দুষ্ট মতি দুর্য্যোধন
সভাতে লইল মোরে করিয়া বন্ধন ।
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বৈরের কারন
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিমন্ত্রণ ।
দ্বিজ বল মন্ত্র জিনি নাহিক উপায়
এই ভাবি যজ্ঞ করে পঞ্চালের রায় ।
অর্দ্ধেক পঞ্চাল ভাগিরথীর দক্ষিনে
তাহা অধিকারি হৈল দ্রুপদ রাজনে ।
ইন্দ্রস্থ নামে ভূমি গান্ধার উত্তরে
অর্দ্ধেক পঞ্চালে দ্রোণ হইলে ঈশ্বরে ।

মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান
তদন্তরে শুন পিতামহের উপাক্ষান।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান
যুবরাজ অভিষেক কৈল অনুমান।
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তি পুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রীয় ধর্ম্মশীল বীর।
যুধিষ্ঠির অভিষেক কৈল যুবরাজ
পাইল পরম প্রীত সকল সমাজ।
যুধিষ্ঠিরশীলতায় সভে হৈল বশ
পৃথিবী হইল পুন ধর্ম্মপুত্র যশ।
ভীমার্জুন দুই ভাই রাজ আজ্ঞা পায়ে
চতুর্দ্দিগে রাজাগন বেড়ায় শাসিয়ে।
জিনিল অনেক দেশ কত লব নাম
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম।

উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ননিধি।
কুরুকুল ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই সব বশ কৈল।
নানা রত্নে কৈল পূর্ণ হস্তিনানগর
পৃথিবী পূরিল যশে দুই সহোদর।
সহদেব হৈল মন্ত্রি অতুলভুবনে
সর্ব্বজ্ঞাতা হৈলা দেব গুরু অধ্যায়নে।
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা সর্ব্বগুনে বীর
কৌরব কুমার মধ্যে দুর্জ্জয় শরীর।
পাণ্ডবের প্রসংশা করয়ে সর্ব্বজন
ধন্য২ বলি ক্ষিতি হইল ঘোষন।
কুরুবংশে কুলক্ষয় যত রাজাগন
পাণ্ডব সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন।

দিনে২ বাড়ে তেজ শুক্লপক্ষ শশি
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশী ।
ধৃতরাষ্ট্র দেখিয়া হইল চুনমতি
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি২ ।
বিধির লিখন কর্ম্ম কে খণ্ডাতে পারে
সংশয় হইল চিত্ত অন্ধ নরবরে ।
মোর পুত্রগন গুন কেহ নাহি বলে
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে ।
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ
শয়নে নাহিক নিদ্রা নারুচে ভোজন ।
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রি জাতিতে ব্রাহ্মণ
কনিকে ডাকিয়ে আনাইল ততক্ষণ ।
একান্তে কনিকে আনি নৃপতি বলিল
পরম বিশ্বাস তেঁই তোমা আনাইল ।

দিবানিশী আমার হৃদয় নাহি সুখ
তোমার মন্ত্রনা বলে খণ্ডিবে মোর দুঃখ ।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে দিনে২
চিত্তে স্থির নহে মোর ইহার কারনে।
ইহার উপায় তুমি চিন্ত নরবর
কলিক শুনিয়ে তবে করিল উত্তর ।
আমার বচন যদি রাখ নরবর
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবে বিস্তর ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি দেহত বিচার
মোর দৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার।
কলিকে বলিল রাজা শুন রাজনিত
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।

ক্ষার্য্য না থাকিলে তবু সাধিবেক দণ্ড
আত্মবস করিবেক সব রাজ্যখণ্ড।
আত্ম ছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে
রিপু ছিদ্র পাই প্রহরিবে ততক্ষনে।
সময় বুঝিয়ে রাজা করিবেক কর্ম্ম
ক্ষনে লুকি বাহিরায় যেনমত কুর্ম্ম।
দুর্জন দেখিয়ে শত্রু দয়া নাহি করি।
শরন লইলে তবু না রাখিব বৈরি।
বালক দেখিয়ে শত্রু না করিবে ত্রান
ব্যাধি অগ্নি রিপু জলে একই সমান।
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়
অপমান বহু ক্লেশ সহিবে হৃদয়।
সদাই থাকিব তারে কান্ধেতে করিয়া
সময় পাইলে মারি ভুমে আছাড়িয়া।

সুবের্ব্বর বৃত্তা[illegible] এক শুন নরপতি
বনেতে শৃগাল বৈশে জ্ঞাত শাস্ত্রনিতি ।
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মুষিক শৃগাল
পঞ্চজন সখা বনে আছে চিরকাল ।
একদিন দুষ্ঠপতি দেখিয়ে হরিণ
অতিশয় মাংস তায় আছয়ে প্রবীণ ।
শৃগাল দেখিয়ে মৃগ মৃগের ঈশ্বরে
যত্ন করি সিংহ তাহা নারে ধরিবারে ।
শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন ।
বলেতে সামর্থ কেহ নহিবে তাহার
মুষিক হইতে তারে করিব সংহার ।
শান্ত আছে হরিণ শুইবে কোন স্থানে
ধিরে২ মুষা তুমি করহ গমনে ।

দুরে থাকি যাবে তথা করিয়ে সুড়ঙ্গ
নিঃশব্দে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ।
সুরঙ্গ দুকরে তার চরণ যথায়
কাটিবে পদের শির করিয়া উপায়।
পদশির কাটাগেলে অশক্ত হইব
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিব।
এত শুনি সন্মত হইল সর্ব্বজন
যে বলিল অম্বুক করিল ততক্ষন।
কাটাগেল পদশির মুষিক দংশনে
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে।
হরিন পড়িল সভে হরিষ বিধান
শৃগাল আপন চিত্তে কৈল অনুমান।
বুদ্ধি বলে হরিন করিল আমি খ্যাত
সিংহ ব্যাঘ্র খাইলে মাংস আমি পাব কত